বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১৫

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

সভাপতির ভাষণ

ড. আবুল বারকাত

ঢাকা: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা
০৮ জানুয়ারি ২০১৫
২৫ পৌষ ১৪২১

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, শেখ হাসিনা, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
সম্মানীয় অতিথি, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক,
সম্মানীয় ড. জামাল উদ্দিন, আহবায়ক, ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, ২০১৫ প্রস্তুতি কমিটি
মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
বিদেশী দূতাবাসসহ বিভিন্ন সংস্থার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
সরকারের পদস্থ সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ,
মিডিয়ার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সম্মানিত উপস্থিত সুধী,

আপনারা সবাই আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।
প্রথমেই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই– এ জন্য যে আপনি আপনার হাজারো কর্মব্যস্ততার মাঝে আমাদের মধ্যে প্রধান অতিথি ও সম্মেলন উদ্বোধক হিসেবে এসে সম্মেলনের ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি করলেন। এর আগে আমাদের গত দু'টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে, ২০০৯ ও ২০১২ সালেও, আপনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন। অর্থনীতি সমিতির প্রতি আপনার এ সহমর্মিতার জন্য আমি সমিতির চার হাজারের বেশি সদস্যের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা লক্ষ্য করেছেন এবছর আমাদের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা" (Rethinking Political Economy and Development)। আমার আজকের উদ্বোধনী বক্তব্যে এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রয়োজন বোধ করছি এ কারণেও যে আমি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিদায়ি সভাপতি। যারা সামনে নেতৃত্বে আসবেন তাঁরাসহ এখানে উপস্থিত-অনুপস্থিত সবার জন্য কথাগুলো কাজের কথা হতে পারে।

সম্মানিত সুধি,

"রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন" নিয়ে **পুনর্ভাবনা–** কেনো, কোন দিকে, কি লাভ হবে তাতে, কার লাভ হবে, দেশ ও দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতির সাথে এ পুনর্ভাবনার কি সম্পর্ক? অতি স্বল্প পরিসরে স্বল্প সময়ে এসব প্রশ্ন নিয়ে আমার নির্মোহ ধারণার মূল কথাগুলো বলতে চাই। দিক নির্দেশনা দেবার যোগ্যতা হয়তোবা আমার নেই তবে চিন্তা উদ্রেগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন উত্থাপনসহ সুপারিশ-নির্দেশনা তো করতেই পারি– অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে যদি নাও হয় দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেও এ অধিকার আমার আছে। জন্মগত অধিকার। আমার বক্তব্যের স্পষ্টতা নিয়ে কাউকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-এ ফেলতে চাই না। তাই শুরুতেই আমার বক্তব্য-ভাবনার ভিত্তি-দর্শন (foundational philosophy) হিসেবে কয়েকটা কথা সরাসরি বলে ফেলা দরকার। **প্রথমত:** সুদীর্ঘ এক মুক্তিসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে 'জয় বাংলা' স্লোগান ধারণ করে ৩০ লক্ষ

শহিদ, ১০ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম, ও এ দেশের ৭ কোটি ৯ লক্ষ মানুষের বর্ণানাতীত দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করি– কষ্টার্জিত আমাদের দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যে দেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণই এবং একমাত্র জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, এবং জনগণই এবং শুধুমাত্র জনগণই সার্বভৌম। **দ্বিতীয়তঃ** মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল বঙ্গবন্ধুরই জীবন দর্শন উদ্ভূত রাজনৈতিক দর্শন ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ-অর্থনীতির প্রগতি-উন্নয়ন দর্শন যে দর্শনের মূলসূত্র হল "বৈষম্যহ্রাসকারী প্রগতি ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামোসহ আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ– সোনার বাংলাদেশ"। **তৃতীয়তঃ** দেশের সমাজ-অর্থনীতিসহ বৈশ্বিক ব্যবস্থা স্থির-অনড়-অপরিবর্তনীয় (static) কোনো বিষয় নয় তা গতিশীল-সদা চলমান-পরিবর্তনশীল-পরিবর্তনমুখী (dynamic)।

এখন প্রশ্ন রাজনৈতিক-অর্থনীতি আর উন্নয়ন নিয়ে পুনর্ভাবনা প্রয়োজন কেন? প্রয়োজন– এক কথায়– এ জন্যই যে ১৯৭১-এ আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাক-পরিকল্পনানুযায়ী হত্যা করে "সোনার বাংলার' স্বপ্নকেই হত্যা করে দেশ-জাতি-রাষ্ট্রসহ বাংলাদেশকে উল্টোপথে পরিচালিত করেছে– যেখানে অর্থনীতি হয়েছে দুর্বৃত্তায়িত; যেখানে রাজনীতি হয়েছে দুর্বৃত্তায়িত; যেখানে জনগণের দেশ চলে গেছে গুটিকয়েক rent seeker– লুটেরা– অন্যের সম্পদ জবরদখলকারী-পরজীবী-ফাওখাওয়া শ্রেণির হাতে যারা কার্যত রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা প্রতিনিয়ত তা করতে চায়; যেখানে ধর্মীয় মৌলবাদ পরিপুষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি অর্থনীতি-সরকার-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে এখন রাষ্ট্রক্ষমতাকেই জোর করে দখল করতে উদ্যত– সুতরাং দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু জনগণের মুক্তি (liberty) হয়নি। এ সত্য অস্বীকার করলে ইতিহাস অস্বীকার করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

"রাজনীতি-অর্থনীতি-উন্নয়ন" নিয়ে পূনর্ভাবনা প্রয়োজন এজন্য যে বঙ্গন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের অভিপ্রায় হিসেবে আমরা চাইলাম শোষণহীন বাংলাদেশ, বঞ্চণামুক্ত বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনা সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা পরবর্তিকালে বিগত ৪ দশকের মধ্যে প্রায় ৩ দশকই যে সেনাশাসন, স্বৈরশাসন, পাকিস্তানী প্রেতাত্মাদের শাসন, সেনা-স্বৈরশাসনের মোড়কে তথাকথিত গণতন্ত্র-লেবাসি শাসন, সাম্প্রদায়িক শক্তিসহ রাজাকার শাসন, বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের ইশারা-নির্দেশে অঙ্গুলি হেলনের শাসন ব্যবস্থায় আমরা শাসিত হলাম তা আমাদের মুক্তি-চেতনার ঈপ্সিত লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এমনটি কেন হলো এবং কি করা– এ নিয়ে পুনর্ভাবনা আরো পুনঃপুনঃ পুনর্ভাবনা জরুরি। অর্থনীতিবিদ (Economist) বন্ধুরা কেউ কেউ হয়তো বা আমার এসব বক্তব্যে রাজনীতির (politics) গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁদের প্রতি আমার প্রশ্ন–অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন সূত্র কোন তত্ত্ব, কোন মতবাদ রাজনীতির বাইরে? আপনারা যে সব অর্থনীতি তত্ত্বের কথা বলেন এবং 'উন্নয়নের' লক্ষ্যে যে সব দাওয়াই দেন বিশেষ করে এখন অনেকের জন্যই খুবই "অর্থহীন আত্মতৃপ্তিকর" (!) নয়া-উদারবাদি অর্থনীতি মতবাদ তো পুরোটাই রাজনীতি–সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনীতি, দুনিয়ার সব সম্পদ কুক্ষিগত করার রাজনীতি, দুর্বলের উপর আধিপত্যের রাজনীতি। ঐ সব 'বন্ধুদের' (!) উদ্দেশ্যে আরো একটা প্রশ্ন রাখা জরুরী। প্রশ্নটি হল– ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ রাজনীতি না অর্থনীতি? না'কি অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যের রাজনীতি? আমি জানি আমার এ সব প্রশ্নের উত্তর তারা দেবেন না। কারণ তারা স্থির করে ফেলেছেন– যে অর্থনীতি চর্চা তাঁরা করেন এবং তদনুযায়ী 'উন্নয়নে' তাঁরা যে প্রেসক্রিপশন দেন যা আপাতদৃষ্টে জনকল্যাণ-

উদ্দিষ্ট মনে হলেও হতে পারে আসলে কিন্তু ঐ সব দাওয়াইপত্র নির্ভেজালভাবেই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণ উদ্দিষ্ট। এ সব "স্পনসরড অর্থনীতিবিদ"-রা অপ্রিয় সত্য পথে থাকবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা নিজেরাও তাদের ঐ ভ্রান্তির নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অর্থনীতিবিদদের নৈতিকভাবেই আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত হবে না। পক্ষ নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন পক্ষে থাকবেন? এদেশের জনগণের পক্ষে? না'কি জনগণের বিপক্ষে– সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে? জনগণের পক্ষে থাকলে মক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকতে হবে, আর সেটাই যদি অবস্থান হয় তাহলে জনগণের মঙ্গল-কল্যাণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা পালন করছেন বিধায় দেশের মানুষের সম্মান-শ্রদ্ধা পাবেন; আর যদি অবস্থানটা বিপরীত হয় তা'হলে দেশের মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হবেন, ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন। সুতরাং সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে– স্বতন্ত্র ব্যাক্তি সত্ত্বা হিসেবে। সিদ্ধান্তটা জনকল্যাণকামী হলে যৌথভাবে কাজ করতে হবে– মুক্তির পক্ষে, জনগণের কল্যাণের পক্ষে। আসুন আমরা "রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা"র মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শনের পক্ষে, জনগণের পক্ষে অবস্থান নিই। এবং দেরী না'করে– এখনই, আজই।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভাল থাকুন– সুস্থ থাকুন।

জয় বাংলা,

জয় বঙ্গবন্ধু,

জয় হোক বাংলাদেশের মানুষের।